কুরআন বোঝার মজা

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

ভূমিকা ৮

কুরআন বোঝার মজা ১১

কুরআন নিয়ে ভাবনা : কী কেন ও কীভাবে ১৮

কুরআন নিয়ে ভাবব কেন? ১৮

১. কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা ১৮

২. অন্তর বিগলিত করা ১৯

৩. আমল করা সহজ হওয়া ১৯

৪. ঈমান বৃদ্ধি করা ১৯

৫. আল্লাহর তিরস্কার থেকে রক্ষা পাওয়া ২০

৬. কুরআনের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করা ২১

৭. নিজেকে যাচাই করা ২১

৮. কুরআনের প্রতি অবহেলাকারী না হওয়া ২২

কুরআন নিয়ে কীভাবে ভাবব? ২২

১. আরবি শেখা ২২

২. কুরআনের অনুবাদ/তাফসীর অধ্যয়ন করা ২৩

৩. বেশি বেশি প্রশ্ন করা ২৫

এখন আমি বদলে গেছি ২৭

কুরআন কাদের জন্য হিদায়াত? ৩১

কুরআন : না বলেও কত্ত কথা বলে! ৩৮
কুরআন কেন আরবি ভাষায় নাযিল হল? ৪৬
আরবি ছাড়া কি কুরআন পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব? ৫৩
আশা ও আশঙ্কার দোলাচলে ৫৭
বিয়ে করতে কী লাগে? ৬১
আমরা কেউই নিরাপদ নই ৬৬
সুন্দর মৃত্যুর প্রস্তুতি ৭৩
যাচ্ছ কোথায় তোমরা? ৭৯
আসমানি হাদিয়া ৮৩
শরীয়তের মেজায ৮৭
বিপদের কলকব্জা ৯৩
সরল হিসাব ৯৭
আপন যখন পর ১০২
দরহমের মরহম ১০৭
রিযকের উৎস ১১১
ইতিহাস ও বাস্তবতার দর্পণে কুরআনের চ্যালেঞ্জ ১১৮
টুকরো টুকরো তাদাব্বুর ১৩৯
একটি ঘটনা ও কয়েকটি শিক্ষা ১৪৪
১. আল্লাহ তাআলা যাকে যেমন ইচ্ছা ইলম প্রদান করেন ১৪৯
২. জ্ঞানের তারতম্য ১৪৯
৩. জ্ঞান নিয়ে অহংকার না করা ১৪৯
৪. নিজের চেয়েও বড়ো জ্ঞানী আছে বিশ্বাস রাখা ১৫০
৫. জ্ঞানার্জনে ছোটো-বড়োর তারতম্য না করা ১৫০
৬. জ্ঞানার্জনে কালবিলম্ব না করা ১৫১
৭. জ্ঞানার্জনের জন্য সফর করা ১৫১

৮. জ্ঞানগত ত্রুটি সংশোধনে জ্ঞানগত পদ্ধতি অবলম্বন করা ১৫২
৯. লক্ষ্য অর্জনে অবিচল থাকা ১৫২
১০. ইলমের কাছে নিজেই ছুটে যাওয়া ১৫২
১১. শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক থাকা ১৫৩
১২. জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা ১৫৩
১৩ . ছোটো বিপদ দিয়ে বড়ো বিপদ থেকে রক্ষা করা ১৫৪
১৪. পিতার সততার পুরষ্কার সন্তানও পায় ১৫৪

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রবের, যার কোন শরিক নেই। তিনি একক। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কুরআনুল কারীম অবতীর্ণকারী। গুনাহগার বান্দাদের পাপমোচনকারী।

হাজার কোটি দরূদ ও সালাম আল্লাহর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। যার মাধ্যমে উম্মত পেয়েছে কুরআনের মতো হিদায়াত-গ্রন্থ, ইসলামের মতো তাওহীদবাদী দ্বীন এবং পরিপূর্ণ শরীয়ত। সেই সাথে তাঁর পরিবারবর্গ ও সহচরদের ওপর বর্ষিত হোক আল্লাহর খাস রহমত। যারা নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছেন দ্বীনের জন্য। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করেছেন ইসলামের সবকিছু। তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রতিদান আল্লাহর কাছে।

মানবেতিহাসের সবচে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ হিসেবে যেই কিতাব ভাস্বর হয়ে আছে তা হলো পবিত্র কুরআনুল কারীম। এটি মুমিনের হিদায়াতের আলোক মিনার। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পথ দেখানো একটি জ্বলন্ত মশাল। যে তার অনুসরণ করে, সে সৎপথপ্রাপ্ত। আর যে তার থেকে মুখ ঘুরিয়ে বিমুখ থাকে, সে অন্ধকারাচ্ছন্ন। এটি এমন এক কিতাব, যার শুরু থেকে শেষ সবটাই কল্যাণকর। কুরআনের ছায়াতলে যে আশ্রয় নেয়, তার মুক্তি সুনিশ্চিত।

মানবজাতি যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, সেসময় এই কুরআনের আলো দিয়ে আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আলোর সন্ধান দিয়েছেন। জাহান্নামের সংকীর্ণ গলিপথ থেকে নিয়ে এসেছেন জান্নাতের প্রশস্ত রাস্তায়। মুসলিম উম্মাহ এই কুরআনকে যতদিন আঁকড়ে ধরেছিল, পথ হারায়নি। ভীরুমন হয়নি। পরাজিত হয়নি। হীনমন্যতা তাদের স্পর্শ করেনি। বেইজ্জতি তাদের কাছে ঘেঁষেনি। অপদস্থতা আর লাঞ্ছনা কোন দিন তাদের পিছু নেয়নি। জিহাদের ময়দানে তারা পিছু হটেনি। শত্রুর মোকাবিলায় বুজদিল হয়নি। যেদিকেই গিয়েছে, সফলার

পুষ্পমাল্য এসে অবস্থান নিয়েছে তাদের গলায়। বিজয়ী জাতি হিসেবে তারা মাথা উঁচু করে বেঁচে ছিল সর্বত্র।

এরপর যখনই এই উম্মাহ কুরআনকে ছেড়ে দিয়েছে, কুরআনের শিক্ষাকে বিস্মৃত হয়েছে, কুরআন থেকে দূরে সরে গিয়েছে তখন থেকেই অধঃপতন আর লাঞ্ছনা ও যিল্লতি তাদের সঙ্গী হয়েছে। সেজন্যই নতুন করে আবার হারানো গৌরব ফিরে পেতে হলে উম্মাহকে ছুটে যেতে হবে কুরআনের কাছে। তিলাওয়াতের পাশাপাশি আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনাগুলো জানতে হবে, সেগুলো নিয়ে ভাবতে হবে।

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রদূত শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান রাহিমাহুল্লাহ মাল্টার বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবার পর নিজের উপলব্ধি তুলে ধরে যে কথাগুলো বলেছিলেন তা অনেকটা এরকম, 'মুসলিম উম্মাহর দুর্দশা নিয়ে আমি বন্দিদশায় অনেক ভেবেছি। আমার কাছে যে কারণটি স্পষ্ট হয়েছে তা হলো, উম্মাহ কুরআন থেকে দূরে সরে গিয়েছে। তাই আজ তারা এত লাঞ্ছিত ও হীন।'

আমাদের সমাজের প্রাত্যহিক চিত্রের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অধিকাংশ মানুষই কুরআন পড়তে পারে না। যারা কুরআন পড়তে পারে, তারা আবার কুরআনের অর্থ বুঝে না। যারা কুরআনের অর্থ বুঝে, তারা আবার সেই অর্থের অন্তর্নিহিত মর্ম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও তাদাব্বুর করে না। অথচ তিলাওয়াতের পাশাপাশি কুরআনের অর্থ বুঝে নেওয়া ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ছাড়া কুরআনের হক পুরোপুরো আদায় কখনো সম্ভব নয়। বিষয়টি কুরআনের আয়াত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস এবং সালাফে সালেহীনের বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে বুঝে আসে।

মূলত কুরআনের অর্থ বোঝা এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা, কুরআন বোঝার দ্বারা কী ধরনের উপকার লাভ হয় সেই বিষয়ে ধারণা দেওয়া ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখেই আমি ধারাবাহিকভাবে লিখেছি 'কুরআন বোঝার মজা' নামে একটি সিরিজ। সেই সিরিজের বাইশটি লেখার মলাটবদ্ধ রূপই হলো এই বইটি। কুরআনের সাথে মানুষের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার ছোট্ট একটি প্রয়াস এটি।

আশা করি পাঠকসমাজ বইটি থেকে উপকৃত হবেন। কুরআনের সাথে তাদের হৃদয়ের বন্ধন গড়ে তুলবেন। আল্লাহ তাআলা বইটিকে কবুল করে নিন।

এই বইটি 'মুআসসাসাতুল কুরআন বাংলাদেশ' নামক প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে। এর-থেকে-প্রাপ্ত রয়েলিটির মাধ্যমে কুরআনের আলো সমাজের বুকে ছড়িয়ে

দেওয়ার কাজ আঞ্জাম দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। কুরআনের সাথে সাধারণ মানুষের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য নানান ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা এই খিদমতকে কবুল করুন এবং একে পরকালে নাজাতের উসিলা বানান।

বইটি প্রকাশের শ্রমসাধ্য কাজটি আঞ্জাম দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করায় সমর্পণ প্রকাশনীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাআলা প্রকাশনীটিকে কবুল করে নিন এবং উম্মাহকে এর দ্বারা উপকৃত করুন।

পাঠকদের কাছে অনুরোধ থাকবে, বইটিতে উপস্থাপিত কোন তথ্য বা বিষয় নিয়ে যদি কারও কোন আপত্তি, পরামর্শ বা উত্তম নির্দেশনা থাকে তবে অবশ্যই আমাকে অবহিত করবেন। আমি যারপরনাই কৃতজ্ঞ হবো।

-আবদুল্লাহ আল মাসউদ

কা'বা চত্বর, মসজিদুল হারাম, মক্কাতুল মুকাররমা,

২১ রবিউস সানি ১৪৪১ হিজরি

কুরআন বোঝার মজা

আরবি ভাষা জানার সবচেয়ে উপকারী দিক হলো, কুরআন তিলাওয়াত করার সময় আল্লাহ তাআলা কী বলছেন তা আপনা-আপনি বোঝা যায়। কুরআন বুঝে পড়লে সেই তিলাওয়াত অনেক বেশি প্রভাব ফেলে অন্তরে। অপার্থিব এক প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ে হৃদয়ের প্রতিটি অলিগলিতে। কখনও কখনও দেখা যায় নিজের অবস্থার সাথে অনেক আয়াত মিলে যায়। তখন মনে হতে থাকে, আমাকে উদ্দেশ্য করেই বুঝি এই কথাগুলো আল্লাহ তাআলা বলেছেন!

একদিন আমি সূরা মুমিনুন তিলাওয়াত করছিলাম। চেষ্টা করছিলাম তিলাওয়াতের ভেতর দিয়েই অর্থগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে। এই সূরার শেষের দিকে এসে একটা আয়াতে আমার চোখ আটকে গেল। আমি একবার পড়লাম। দুইবার পড়লাম। বারবার পড়লাম। তৃপ্তিতে মনটা ভরে উঠল। মনে হলো আত্মিক-প্রশান্তির-সরোবরে অবগাহন করে চলছি। সাঁতার কাটছি এপাশ থেকে ওপাশে, ওপাশ থেকে এপাশে। আমার কল্পনার পর্দায় ভেসে উঠছিল পরিচিত অনেক ভাইদের কথা। মনে পড়ে যাচ্ছিল অজানা-অচেনা অনেক বোনদের কথা। যারা দ্বীন মানার কারণে আপন সমাজের কাছে উপহাসের পাত্র হয় মাঝে মধ্যে। আত্মীয়-স্বজনরা তো বটেই, খোদ নিজ পরিবারের সদস্যরাও অনেক সময় তাদের নিয়ে উপহাস করে। তাদের দেখে টিপ্পনী কাটে। সুযোগ পেলেই দুই-চার কথা শুনিয়ে দিয়ে খোঁচা মারতে ভুলে না। আমি নিশ্চিত, এমন ভাই-বোনেরা কুরআনের আয়াতটা চোখের সামনে রাখলে এসব কিছু তাদের কাছে তুচ্ছজ্ঞান হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۞
فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ۞ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا

صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ

"আমার বান্দাগণের মধ্যে একদল আছে, যারা বলে, 'হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এত ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে যে, তা তোমাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছিল আমার স্মরণ। আর তোমরা তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে। নিশ্চয় আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হলো সফলকাম।"[১]

এই-যে দ্বীন মানার কারণে প্রায়শই হাসি-ঠাট্টার শিকার হতে হয় আমাদেরকে এর বিনিময়ে আল্লাহ পরকালে আমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন; এরচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি আর কী হতে পারে? আজকে দাড়ি রাখার কারণে কেউ হয়তো আমাদেরকে জঙ্গি বলছে, পর্দা করা শুরু করলে বলছে—লাদেন বাহিনীর সদস্য, পরকালের মহা-সফলতার বিপরীতে এমন তাচ্ছিল্য অত্যন্ত তুচ্ছ। একজন মুমিন যখন কুরআনে এমন পরিষ্কার ঘোষণা পায় তার মহান রবের পক্ষ থেকে, তখন কারও কোনো ঠাট্টা-মশকরা-তামাশা তাকে মনঃক্ষুণ্ন করতে পারে না। দ্বীনের পথে অবিচলতাকে টলাতে পারে না। কারণ সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, এখন যা-ই হোক না হোক, বেলাশেষে বিজয়ের পুষ্পমাল্য গলায় পরে সফলতার হাসিটা সে-ই হাসবে।

কুরআনের সাথে আমাদের আচরণ মন্ত্রের বইয়ের মতো। খুললাম, গুনগুনিয়ে পড়লাম আর গিলাফে পুরে তাকে তুলে রেখে দিলাম। কী পড়লাম তা জানলাম না। আল্লাহ তাআলা কী বলতে চাইলেন, তা বুঝলাম না। যার ফলে দেখা যায় কেউ একজন সকালে উঠে তিলাওয়াত করেছে। তার তিলাওয়াতকৃত-আয়াতে হারাম না-খাওয়া, সুদের বিরুদ্ধে আল্লাহর যুদ্ধ ঘোষণা করা ইত্যাদি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সে এর কিছুই জানল না। ব্যস, কুরআন তিলাওয়াত শেষে মুসহাফটা গিলাফে প্যাঁচিয়ে ব্যাংক থেকে সুদ তুলতে রওনা হয়ে গেল কিংবা অফিসে ঘুষের জন্য আটকে-রাখা-ফাইলটা দফারফা করে কত ইনকাম হবে সে হিসাব কষতে বসে গেল। এসব কারণেই দেখা যায় কুরআন আমরা তিলাওয়াত করি কিন্তু কুরআনের শিক্ষা আমাদের বাস্তব জীবনে কোনো প্রভাব ফেলে না।

কুরআন বুঝে না পড়ার একটা কারণ হলো, অনুবাদ বোঝা বা তাফসীর পড়ার জন্য আলাদাভাবে সময় ব্যয় করতে হয়। আমরা তো সবাই আজকাল ত্রস্ত-ব্যস্ত। রাজ্যের

[১] সূরা মুমিনূন : ১০৯-১১১

কাজকাম নিয়ে ঘুরিফিরি। তাই এত সময় কই আমাদের হাতে। এই কারণে আরবি ভাষা জানা থাকলে বাড়তি ফায়দা পাওয়া যায়। অনুবাদের জন্য আলাদা সময় বের করতে না পারলেও সমস্যা নাই। তিলাওয়াতের সময় ধ্যানটা একটু অর্থের দিকে ঘুরিয়ে দিলেই হয়ে যায়।

মূলত কুরআন তিলাওয়াত একটা স্বতন্ত্র ইবাদাত। সেই কুরআনে আল্লাহ তাআলা কী বললেন তা জানা ও সেই আদেশ-নিষেধ-উপদেশ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা ভিন্ন ইবাদাত। দুইটার জন্যই আলাদা আলাদা সাওয়াব রয়েছে। অনেককেই দেখা যায় সারা বছর কয় খতম করলেন সেই হিসেবে মত্ত থাকে। খতম তোলার সংখ্যাটা মোটাতাজা করাটাই তাদের কাছে মুখ্য। এটাই তাদের সুখ দেয় ও মনের ভেতর তৃপ্তির ঢেকুর জাগ্রত করে। অথচ সারা বছর অর্থ না বুঝে তিন খতম তিলাওয়াত করার চেয়ে অর্থ-সহ পড়ে এক খতম তিলাওয়াত করাটাই শ্রেয়। কারণ এতে ভিন্নধর্মী দুই ইবাদাতের সম্মিলন ঘটছে। নিশ্চয়ই একই স্বাদের খানা দিয়ে পেটের পুরোটা ভরাট করার চেয়ে এক স্বাদের খানা দিয়ে অর্ধেক, আর অন্য আরেক স্বাদের খানা দিয়ে বাকি অর্ধেক পুরা করা বুদ্ধিমানের কাজ।

কুরআন বুঝে পড়ার সবচেয়ে মজার দিক হলো, আপনি হঠাৎ হঠাৎ দেখবেন এমন কিছু কথার সম্মুখীন হচ্ছেন যেন এগুলো সরাসরি আপনাকে বলা হচ্ছে। কিংবা যেন আপনার অবস্থাটাই আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। ধরুন, আপনার মাথায় কোনো একটা গুনাহ করার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। সে গুনাহতে আপনি এখনও জড়াননি। তবে জড়াবেন জাড়বেন অবস্থা। এর মধ্যেই আপনি কুরআন তিলাওয়াত করতে বসলেন। আপনার সামনে এলো এই আয়াত :

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۞ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

"আর যে তার রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তির বাসনা চরিতার্থ করা থেকে বিরত রাখে তার অবস্থানস্থল হলো জান্নাত।"[২]

আপনি নিশ্চিত জেনে রাখুন, তখন এই আয়াত আপনার হৃদয়-নদে চিন্তার ঢেউ তুলবে। আপনাকে ভাবনার অতল সমুদ্রে ছুড়ে মারবে। বাধ্য করবে এভাবে চিন্তা করতে, একদিকে আমার সামনে জান্নাতের হাতছানি, অপরদিকে পাপের সাময়িক স্বাদের লোভ। কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরি? বারবার এই আয়াতটা তিলাওয়াত করতে থাকুন এবং আপন মনে হিসেব কষতে থাকুন। একবার, দুইবার, তিনবার, বারবার

[২] সূরা নাযিআত : ৪০-৪১

বারবার। দেখবেন আপনি হৃদয়ের গহীনে ঐশ্বরিক শক্তির অনুভূতি টের পাবেন। নিজের পাপের ইচ্ছার মুখে লাগাম পরানো তখন আপনার 'বায়ে হাত কা খেল' হয়ে যাবে।

সুতরাং কুরআন বোঝার কোনো বিকল্প নাই। কুরআন না বোঝা মানে হৃদয়ের দরজা তালাবদ্ধ হওয়া। যেই দরজা দিয়ে কখনও কল্যাণ-চিন্তার আগমন ঘটবে না। নিত্যনতুন মঙ্গলজনক ভাবনার উদয় হবে না। যে হৃদয় তালাবদ্ধ সে হৃদয় মাহরূম। আল্লাহ কুরআনে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে না, নাকি তাদের অন্তরগুলো তালাবদ্ধ?"[৩]

বড়ো মায়ময় প্রশ্ন। যার থেকে ঝরে পড়ে অভিমানের ছটা। কেমন যেন এত বড়ো দৌলত পেয়েও আমাদের গাফিল হয়ে থাকার ফলে আল্লাহ তাআলা শ্লেষাত্মক-ভঙ্গিতে বললেন কথাটা।

অনেকে আবার অদ্ভুত চিন্তা লালন করেন। কুরআনের অনুবাদ পড়ার পক্ষপাতী নন তারা। এ যেন হিন্দু ধর্মের পুরোহিততন্ত্রের ইসলামি সংস্করণ। কুরআনের অর্থই যদি না পড়ে, তবে কুরআনের মর্ম নিয়ে ভাববে কীভাবে? যদি বলেন, এই ভাবনার দরকার নাই তা হলে প্রশ্ন আসে, না ভাবলে হৃদয় তালাবদ্ধ হয়ে থাকার কথা আল্লাহ তাআলা কেন বললেন? বুঝা গেল এটা বিবেচনাহীন কথা। বরং আমাদের অর্থ পড়তে হবে। কুরআন বুঝতে হবে। কুরআন নিয়ে ভাবতে হবে। তবে হ্যাঁ, কোনো কিছু বুঝে না আসলে বা জটিল মনে হলে আলিমদের কাছে যেতে হবে। নিজে নিজে পণ্ডিতি করার সুযোগ নাই। হয়তো কেউ কেউ স্ব-পণ্ডিত হয়ে যান বিধায় অনেকে কুরআনের অনুবাদ পড়তে বারণ করেন। এটা কেমন যেন মাথাব্যথার চিকিৎসা-স্বরূপ মাথা কেটে ফেলার ব্যবস্থাপত্রের মতোই। আমাদেরকে এ-সকল প্রান্তিকতার বৃত্ত থেকে মুক্ত হয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। এটিই হলো সীরাতে মুস্তাকীম।

কয়েক বছর আগে রমাদানে তারাবির পর প্রতিদিন-পঠিত অংশের এক দুই আয়াত নিয়ে কিছু কথা আলোচনা করতে হতো আমাকে। শেষের দিন আমি চাইলাম মুসল্লিদেরকে এমন কিছু বলি যা সুদূরপ্রসারী হবে। তাদেরকে যা বলেছিলাম সেগুলোই

[৩] সূরা মুহাম্মাদ : ২৪

এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

সূরা ফাতিহা হলো কুরআন-নামক শহরের প্রবেশ পথ। তারপরের সূরাটির নাম বাকারা। যার মানে হলো গরু। এটি একটি নির্বোধ প্রাণি। যার ভালো-মন্দ, সঠিক-বেঠিক ও কল্যাণ-অকল্যাণের কোনো জ্ঞান নেই। তাকে ডানে যেতে বলা হলে সে যায় বামে। বামে যেতে বলা হলে যায় ডানে। সে বৈধ-অবৈধ বুঝে না। যার-তার ফসলে মুখ ঢুকিয়ে দেয়। তো কেমন যেন, একজন মানুষ কুরআনের সংস্পর্শে আসার আগ-পর্যন্ত তার অবস্থা একটা নির্বোধ গরুর মতোই। তার মধ্যে ভালো-মন্দ ও সঠিক-বেঠিকের কোনো জ্ঞান থাকে না। তার জীবনটা হয় স্বেচ্ছাচারিতায় পরিপূর্ণ।

তারপর গরুর মতো নির্বোধ একজন ব্যক্তি কুরআন-নামক শহরটির রাস্তা ধরে এগোতে থাকে। আস্তে আস্তে এক আয়াত করে করে সামনে বাড়তে থাকে এবং সেসব আয়াতে পাওয়া হুকুম-আহকাম, আদেশ-নিষেধ, উপদেশ-নসিহতগুলো গ্রহণ করে নেয়। নিজের জীবনে সেগুলোর বাস্তবায়ন ঘটায় এবং দেখতে দেখতে একসময় সে শহরের শেষ ফটকে পৌঁছে যায়। যার নাম হলো সূরা নাস। নাস শব্দটি ইনসান শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো মানুষ। তার মানে যে-লোকটি কুরআনের কাছে আসার সময় গরুর মতো নির্বোধ ছিল, তার ভালো-মন্দের জ্ঞান ছিল না, পুরো শহর ঘুরে শেষ প্রান্তে আসার পর এখন আর সে গরুর মতো নির্বোধ নয়। বরং জ্ঞানসম্পন্ন একজন মানুষে পরিণত হয়েছে। তার এখন সঠিক-বেঠিকের বুঝ আছে। কুরআনের সূরাগুলোর ধারাবিন্যাসের মাঝেই কেমন যেন আমাদেরকে এই ইঙ্গিতটা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, বহু লোককেই তো দেখি সারা জীবন বহুবার কুরআন খতম করেছেন। কিন্তু কই, তারা তো মানুষের কাতারে আসতে পারেনি! কুরআন তার জীবনে কোনো পরিবর্তনই আনেনি। সে আগের মতোই মিথ্যা বলে। মানুষকে গালি দেয়। মা-বাবাকে কষ্ট দেয়। সুযোগ পেলে চুরি করে। অন্যের সম্পদ মেরে দেয়। গরুর মতোই সে নির্বোধ রয়ে গেছে। আসলে খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এই লোক শুধুই কুরআন অন্ধের মতো পড়ে গেছে। এর অর্থ জানার চেষ্টা করেনি কোনোদিন।

সকালে সে যে-আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেছে সেখানে বলা হয়েছিল, তোমরা মা-বাবাকে 'উফ' পর্যন্ত বোলো না। অথচ সে কুরআন তিলাওয়াতটা শেষ করেই মা-বাবার সাথে কটুবাক্যে কথা বলা শুরু করল। একটু আগে সে পড়েছিল, আল্লাহর নাফরমানি কোরো না। তবে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। সে কুরআনটা গিলাফে ভরেই টিভির রিমোট হাতে নিয়ে হিন্দি সিনেমা দেখতে বসে গেল; কিংবা অফিসে গিয়ে ঘুষ নেওয়ার ধান্ধায় ডুবে গেল। আজ যদি সে যতটুকু তিলাওয়াত করেছে তার

অনুবাদটাও পড়ে নিত সাথে, তবে মা-বাবার সাথে কটুবাক্যে কথা বলতে গেলেই তার মনে আসত, একটু আগেই-না এই বিষয়ে কুরআন আমাকে নিষেধ করেছিল! তদ্রুপ সিনেমা দেখতে বসার আগে বা অফিসে ঘুষের টাকাটা নেওয়ার সময় মনের পর্দায় ভেসে উঠত সকালের-পঠিত আয়াতের হুঁশিয়ারি বাক্যগুলো। ফলে সে পাপটা করতে পারত না। করলেও তার ভেতরে ভয়টা থেকে যেত। যা তাকে পরবর্তীকালে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাওয়ার পথে নিয়ে যাবার একটা সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যেহেতু সে কুরআন-নামক শহরটাতে ভ্রমণ করেছে চোখ বন্ধ করে। কুরআনে কী বলা হয়েছে এটা সে জানতে পারেনি তাই কুরআনের শিক্ষাগুলো তার জীবনে কোনো প্রভাব ফেলেনি। সে রয়ে গেছে আগের মতোই।

মূলত অর্থ না বুঝে শুধু তিলাওয়াত করা হলো একটি সতন্ত্র ইবাদাত। এটা অস্বীকার করার বা খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। এর জন্যও প্রতি অক্ষরে কমপক্ষে দশ নেকি পাওয়ার কথা হাদীসে এসেছে। তদ্রুপ কুরআনে গচ্ছিত বিষয় থেকে শিক্ষা নেওয়া, সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ভিন্ন আরেকটি ইবাদাত। এটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আল্লাহ তাআলা কত দরদের সাথে বলছেন, নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং কোনো উপদেশ গ্রহণকারী নাই কি! সুবহানআল্লাহ, কত মায়াভরা আহবান।

তো যারা শুধু তিলাওয়াত করে তাদের একটা ইবাদাত হয়। আর যারা তিলাওয়াত করে এবং আরবি না জানার দরুন অর্থ না বুঝলেও পঠিত অংশের অনুবাদ, সুযোগ হলে সাথে সংক্ষিপ্তাকারে হলেও তাফসীরটাও দেখে নেয় তাদের হয় দুইটা ইবাদাত। এরাই হচ্ছে বেশি সফলকাম। তাই যিনি দৈনিক দুই রুকূ তিলাওয়াত করেন তিনি যদি তার স্থলে এক রুকূ তিলাওয়াত করেন এবং অপর রুকূর স্থলে পঠিত রুকূর অনুবাদ পড়ে নেন সেটাই হবে বেশি ফলপ্রসূ ও উপকারী।

এক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু কে বলল, 'আমি খুব দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত করি। তিন দিনে এক খতম দিই।'

তিনি তখন তাকে বললেন, 'তুমি যেভাবে তিলাওয়াত করো তার তুলনায় ধীরেসুস্থে চিন্তা-ভাবনার সাথে এক রাতে শুধু সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা আমার কাছে বেশি প্রিয়।'[৪]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'চিন্তা-ভাবনা-সহ কুরআনের একটি

[৪] ফাযাইলুল কুরআন, আবূ উবাইদ : ১৫৭

আয়াত তিলাওয়াত করা চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই এক খতম কুরআন তিলাওয়াতের চেয়ে অধিক উত্তম। এটি অন্তরের জন্য বেশি উপকারী এবং ঈমানবৃদ্ধি ও তিলাওয়াতের স্বাদ আস্বাদনের পক্ষে সহায়ক। সালাফদের রীতি এমনটিই ছিল। তাদের কেউ কেউ একই আয়াত সকাল পর্যন্তও বারবার তিলাওয়াত করতে থাকতেন।'[৫]

তিনি আরও বলেন, 'অর্থ বুঝে ও চিন্তা-ভাবনার সাথে একটি সূরা তিলাওয়াত করা এবং এর প্রতি পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করা আল্লাহ তাআলার কাছে দ্রুত এক খতম তিলাওয়াত করার চেয়ে বেশি প্রিয়। যদিও এক খতমের সওয়াব পরিমাণে বেশি হয়ে থাকে। এমনিভাবে তনু-মন একসাথে করে আল্লাহর প্রতি পুরোপুরি মনোযোগী হয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করা এমন বৈশিষ্ট্যহীন দুইশত সালাতের চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়। যদিও রাকাত সংখ্যার বিচারে এর সওয়াবের পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে।'[৬]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা রহিমাহুল্লাহ বলেন, ''চিন্তা-ভাবনাসহ কুরআনের অল্প অংশ তিলাওয়াত করা চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই অধিক পরিমাণে তিলাওয়াতের চেয়ে উত্তম। সাহাবীদের থেকেও এটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে।'[৭]

আল্লাহ তাআলা বলছেন,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

তারা কেন কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, নাকি তাদের অন্তরগুলো তালাবদ্ধ!

এই আয়াত থেকেও বুঝে আসে—তিলাওয়াতের পাশাপাশি পঠিত অংশটুকুর অর্থ জেনে নেওয়াটা আমাদের জন্য কতটা গুরুত্ব-বহন করে। তাই আসুন, আমরা শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অর্থ জানার প্রতিও মনোযোগী হই। সারা জীবন শুধু এক ধরনের ইবাদাত না করে দুই ধরনের ইবাদাতে সচেষ্ট হই। তবেই পঞ্চাশ পঞ্চাশে আমাদের কুরআন তিলাওয়াত একশত ভাগ পূর্ণতা লাভ করবে।

আমার কথাগুলো শেষ হবার পর দেখেছিলাম শ্রোতারা জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের মুখাবয়বে অন্য রকম প্রশান্তির ছাপ।

---

[৫] মিফতাহু দারিস সাআদাহ, ইবনুল কাইয়িম : ১/৫৩৫

[৬] আল-মানারুল মুনীফ, ইবনুল কাইয়িম : ২৯

[৭] মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়্যা : ৫/৩৩৪

কুরআন নিয়ে ভাবনা : কী কেন ও কীভাবে

কুরআন নিয়ে ভাবনাকে আরবিতে বলে 'তাদাব্বুর', যার শাব্দিক অর্থ হলো পরিণতিফলের দিকে খেয়াল করা/চিন্তাভাবনা করা। তাদাব্বুরুল কালাম মানে হলো কথার শুরু-শেষ নিয়ে ভাবা এবং একাধিকবার কোনো জিনিস নিয়ে চিন্তা করা। কুরআনের ক্ষেত্রে তাদাব্বুর দ্বারা বোঝানো হয় কুরআনের শব্দসমূহের অর্থ বোঝা, আয়াতসমূহে যা বলা হচ্ছে সেগুলো নিয়া ভাবা, এর মাধ্যমে অন্তর দিয়ে উপকৃত হওয়া, কুরআনের নসিহতগুলো গ্রহণ করা এবং এর থেকে শিক্ষার্জন করা।

কুরআন নিয়ে ভাবব কেন?

কুরআন আমাদের প্রতি আল্লাহর-নাযিলকৃত-প্রত্যাদেশ। এতে আমাদের জন্য রয়েছে হিদায়াত ও পথনির্দেশ। কুরআন নাযিলের অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো বান্দা এর আয়াতগুলো নিয়ে ভাবনার সমুদ্রে ডুব দিবে। চিন্তার তলদেশ থেকে মনি-মুক্তো কুড়িয়ে আনবে। কুরআন নিয়ে আমাদের ভাবার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। নিম্নে কিছু তুলে ধরা হলো :

১. কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হলো মানুষ এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। একে তিলাওয়াত করার পাশাপাশি এর মাধ্যমে শিক্ষার্জন করবে। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

"আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ

করে।"[৮]

সুতরাং বান্দা যখন কুরআন নিয়ে ভাববে তখন কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হবে। এ ছাড়া কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

২. অন্তর বিগলিত করা

আমরা সৃষ্টির সেরা জীব হলেও শয়তান ও নফসের ফাঁদে পা দিয়ে প্রায়শই নিজেদের পঙ্কিলতার কাদায় নিমজ্জিত করে ফেলি। আল্লাহর নীতি হলো, যখনই বান্দা গুনাহে জড়িয়ে পড়ে, তিনি তার অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেন। হৃদয় থেকে ঈমানের নূর ছিনিয়ে নিয়ে তাতে আঁধারের কালোমেঘ প্রবিষ্ট করে দেন। ফলে বান্দার হৃদয় হয়ে পড়ে শক্ত কঠিন পাথরের ন্যায়। যার গুনাহের পরিমাণ যত গাঢ়, তার অন্তর তত বেশি কোমলতাহীন। তত বেশি শক্ত। আর শক্ত হৃদয় আল্লাহর স্মরণ থেকে যোজন যোজন দূরে থাকে। আল্লাহর ভয় তাতে কোনো রেখাপাত করে না। আল্লাহর ধমকি তাকে বিচলিত করে না। এমন ব্যক্তি হয় আল্লাহর ব্যাপারে নিশঙ্কচিত্ত। যা তাকে ধীরে ধীরে জান্নাতের পথ থেকে সরিয়ে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। হৃদয়ের এই কঠিনতাকে বিগলিত করতে বেশি বেশি কুরআনের তিলাওয়াত করা ও এতে বিবৃত আল্লাহর কথাগুলো নিয়ে ভাবনার আকাশে উড়াল দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। হৃদয়ের-ডানা-মেলে যে যত বেশি ভাবনার আকাশে উড়বে, তার হৃদয় তত দ্রুত ও বেশি স্বচ্ছ হবে। এই ভাবনা গুনাহের কারণে সৃষ্ট অন্ধকারকে হটিয়ে দিয়ে অন্তরে স্থাপিত করবে ঈমানের আলোকচ্ছটা।

৩. আমল করা সহজ হওয়া

কুরআন হলো মানবজাতির জীবন-সমস্যার সমাধানে আল্লাহ-প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র। সুতরাং কুরআনের প্রকৃত কল্যাণ-লাভ করতে হলে তার আদেশ, নিষেধ ও বিধিবিধান মান্য করে চলতে হবে। আর এর জন্য কুরআনের অর্থ জানা, বোঝা ও তা নিয়ে চিন্তা করা বেশ ফলদায়ক। চিন্তা-ভাবনা মনের গহীনে কুরআনের শিক্ষা ও আদেশ-নিষেধকে গভীরভাবে গেঁথে দেয়। তখন আমল করার পথটা সহজে খুলে যায়। মূলত উপাদেয় খাবারের ঘ্রাণ নেওয়ার মতো যদি শুধু কুরআনের তিলাওয়াতকেই যথেষ্ট মনে করা হয়, তবে এর প্রকৃত স্বাদ ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

৪. ঈমান বৃদ্ধি করা

কুরআনের তিলাওয়াত ও এর ভাবনা মানুষের ঈমানি শক্তিকে বলীয়ান করে। দুর্বল

[৮] সূরা সোয়াদ : ২৯

ঈমানকে সবল করে। সাহাবায়ে কেরাম তাই ঈমানের মজবুতির জন্য কুরআন নিয়ে আলোচনা করতেন। কুরআনের মজলিসে বসতেন। কুরআনের ভাবনায় হারিয়ে যেতেন।

> বিশিষ্ট সাহাবি জুনদুব ইবনু আবদুল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। আমরা ছিলাম শক্তিশালী এবং সক্ষম যুবক। আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখেছি, অতঃপর কুরআন শিখেছি এবং তার দ্বারা আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে।'[৯]

সাহাবিদের কুরআন শেখার মানেই হলো কুরআনের ভেতরকার কথামালাকে বোঝা, তা নিয়ে ভাবা ও একে আমলে পরিণত করা। কারণ কুরআন তাদের নিজেদের ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছে। কেবল তিলাওয়াত করার জন্য তাদের কুরআন শিখতে হতো না। সুতরাং কোনো সাহাবি যদি বলেন, আমি কুরআন শিখেছি এর মানে হলো তিনি কুরআনের বিধান ও নির্দেশনাবলী জেনেছেন, বুঝেছেন, ভেবেছেন ও একে আমলে রূপান্তরিত করেছেন।

৫. আল্লাহর তিরস্কার থেকে রক্ষা পাওয়া

যারা কুরআন তিলাওয়াত করার মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ করে রাখে, কুরআনের আদেশ-নিষেধ-উপদেশ নিয়ে ভাবে না আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তিরস্কার করেছেন। এক আয়াতে তিনি বলেন,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ

> "তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করবে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা পড়ে রয়েছে?"[১০]

তাফসীরে ইবনু কাসীরে বর্ণিত হয়েছে, একবার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলে ইয়ামানের এক যুবক বলে উঠল, বরং অন্তরের উপর তালাই পড়ে থাকে; যতক্ষণ-না আল্লাহ তাআলা তা খুলে দেন এবং এর থেকে মুক্তি দেন। সেই যুবকের কথা উমার রদিয়াল্লাহু আনহু মনে মনে স্মরণ করে রাখলেন। অবশেষে যখন তিনি খলীফা হন, তখন সেই যুবকের কাছ থেকে তিনি (বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শের) সহায়তা গ্রহণ করেন।

---

[৯] আস-সুনান, ইবনু মাজাহ : ৬১, সহীহ

[১০] সূরা মুহাম্মাদ : ২৪

সুতরাং কেউ যদি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করে তবে বুঝতে হবে তার অন্তর তালাবদ্ধ হয়ে আছে। তার উচিত অবিলম্বে এই তালা খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং আল্লাহর এই তিরস্কারে পতিত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

৬. কুরআনের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করা

মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হলো, যার সাথে তার বেশি সময় কাটে তার প্রতি ভালোবাসা জন্ম হয়ে যায়। অদ্ভুত এক আকর্ষণের বন্ধনে বাঁধা পড়ে যেতে হয় উভয়কে। কুরআন নিয়ে ভাবনাতে যখন কারও সময় ব্যয় হয় তখন কুরআনের সাথেও তার একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি হয়। পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। কুরআনের প্রতি জন্ম-নেওয়া ভালোবাসার মিষ্টতা তো ব্যক্তি নিজেই দুনিয়ার বুকে অন্তরে অনুভব করে, বাকি তার প্রতিও যে কুরআনের হৃদয়ে ভালোবাসার চারা অঙ্কুরিত হয়েছে তা বোঝা যাবে কবর ঘরে প্রবেশ করার পরে।

মানুষের ভালোবাসার সমাপ্তি ঘটবে যেখানে, কুরআনের ভালোবাসার প্রকাশ সেখান থেকে ঘটা শুরু হবে। দুনিয়াতে মানুষ একে অপরকে যতই ভালবাসুক-না কেন, কিয়ামাতের মাঠে উপস্থিত হবার পর সবকিছু ভুলে যাবে। সবার মুখে থাকবে কেবল ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী! সেই একাকী আর অসহায়ত্বের মুহূর্তে কুরআন এসে তার ভালোবাসার প্রমাণ দিবে। হাদীসে এসেছে, কিয়ামাতের ময়দানে কুরআন পর্যুদস্ত-লোকের আকৃতিতে সামনে এসে জিজ্ঞেস করবে, 'আমাকে চিনতে পারছ?' সেই ব্যক্তি বলবে, 'না তো! কে তুমি?' তখন কুরআন উত্তর দিবে, 'আমি তোমার সঙ্গী কুরআন। যে তোমাকে দিনে পিপাসার্ত আর রাতে নিদ্রাহীন করে রাখত।'[১১]

কুরআনের পর্যুদস্ত-চেহারা নিয়ে হাজির হবার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে মুহাদ্দিসগণ বলেন, মুলত ওই ব্যক্তি দিনরাত কুরআন নিয়ে পড়ে-থাকার কারণে যেমন মলিন চেহারার ও পর্যুদস্ত হয়েছিল, কুরআনও আজ তার দুর্দিনে তার মুক্তির জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে পর্যুদস্ত হচ্ছে—এমনটি বোঝানো হলো উদ্দেশ্য। ভালোবাসার এই লেনাদেনা কত-যে গুরুত্বপূর্ণ ও দরকারি কাল হাশরের ময়দানে তা আমরা হাড়ে-হাড়ে টের পাব।

৭. নিজেকে যাচাই করা

পবিত্র কুরআনের একটি মজার ব্যাপার হলো, যে-কেউ কুরআন তিলাওয়াতের পাশাপাশি যদি কুরআন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে তবে কুরআনকে সে একটি দর্পণ

[১১] আল-মুসনাদ, আহমাদ : ৩৯৪, সহীহ

হিসেবে আবিষ্কার করবে। সেই দর্পণে নিজেকে যাচাই করে নিতে পারবে সে। কুরআন নিজের মতো করে বিভিন্ন মানুষ ও তাদের স্বভাব-প্রকৃতির কথা তুলে ধরে। মানুষের নানাবিধ অবস্থা, তার থেকে উত্তরণের উপায় বাতলে দেয়। এগুলোর ভেতর দিয়ে সহজেই নিজের অবস্থা যাচাই করে নেওয়া যায়। কে কোন ক্যাটাগরির সেটা নির্ণয় করা সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে নিজের কোন কোন স্বভাবের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে এবং সংশোধনের ধরন কী হবে, তা-ও স্পষ্ট হয়ে যায়।

৮. কুরআনের প্রতি অবহেলাকারী না হওয়া

কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করাও কুরআনের প্রতি একধরনের অবহেলা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

"এবং রাসূল বলেছেন, 'হে আমার রব, নিশ্চয় আমার কওম এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে।"[১২]

এই আয়াতে কুরআনকে পরিত্যাজ্য করা ও কুরআনের প্রতি অবহেলা-প্রদর্শনের অভিযোগ করা হয়েছে কিছু মানুষের প্রতি। এই অবহেলার নানা শ্রেণিভেদ আছে। ইবনু কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ এর ছয়টি ধরন উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করা, কুরআনে আল্লাহ তাআলা কী বলতে চাইলেন তা বোঝার চেষ্টাকে পরিহার করা। সুতরাং তাদাব্বুরে কুরআনের পথ ধরে আমরা ইচ্ছা করলেই এই শ্রেণির লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি।[১৩]

কুরআন নিয়ে কীভাবে ভাবব?

কুরআন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনিয়তা আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি। এখন প্রশ্ন হলো, এই পদক্ষেপ আমরা কীভাবে নিব? কীভাবে কুরআন নিয়ে ভাবনার দুনিয়ায় নিজেকে উপস্থিত করব? তো এর জন্য অনেক পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। প্রাথমিকভাবে আমরা যেই পন্থাগুলো অবলম্বন করতে পারি তা নিম্নরূপ :

১. আরবি শেখা

কুরআনের ভাষা যেহেতু আরবি তাই কুরআন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার জন্য আরবি

[১২] সূরা ফুরকান : ৩০

[১৩] আল-ফাওয়াইদ, ইবনুল কাইয়িম : ৮২

ভাষা শেখা সবচেয়ে ফলপ্রসূ ও কার্যকরী মাধ্যম। এটি খুব কঠিন কিছু নয়। সুদৃঢ় ইচ্ছা আর আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে এটি সহজেই সম্ভব। সেক্ষেত্রে কুরআন নিয়ে ভাবনার জন্য অনুবাদের দ্বারস্থ হতে হবে না। নিজে নিজেই তাদাব্বুরে কুরআনের জগতে প্রবেশ করতে পারবেন। সবার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আরবি ভাষা শেখাটা হয়তো সম্ভব হবে না। সেজন্য ব্যাক্তিগতভাবে কোনো উস্তাযের সহায়তা নিলে ভালো হয়। কারণ অন্য কারও সহায়তা ছাড়া শুধুই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আরবি ভাষা শেখাটা কিছুটা কঠিনই বটে। কিংবা আজকাল অনলাইনেও আরবি ভাষা শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। সেখানেও যোগাযোগ করে দেখতে পারেন।

বিভিন্ন ব্যস্ততা বা নানান রকম অসুবিধার কারণে যাদের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে আরবি ভাষা শেখা সম্ভব নয় তারা সহজ একটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন। তা হলো, কুরআনে যেসব শব্দ বা আয়াত খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহার হয়েছে সেগুলো মুখস্থ করে ফেলতে পারেন। এতে করে অল্প শ্রমে অধিক ফল লাভ হবে। যে আয়াতটি কুরআনে বিশ বার ব্যবহার হয়েছে তার অর্থটা আপনি মুখস্থ করে ফেললে একটা আয়াতের মাধ্যমে আরও উনিশটা আয়াত আপনার আয়ত্ত হয়ে যাবে। এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আয়াতের অর্থটি চোখ বন্ধ করে মুখস্থ করার চেয়ে প্রতিটি শব্দ ভেঙে ভেঙে বুঝলে বেশি উপকার পাওয়া যায়। মনেও থাকে দীর্ঘদিন। এমনিভাবে যে শব্দটা ত্রিশবার ব্যবহার হয়েছে তা একবার মুখস্থ করে নিলে ত্রিশটা-জায়গায়-ব্যবহৃত সেই শব্দটির অর্থ বোঝা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আজকাল এই-জাতীয় কিছু বইপত্রও রচিত হয়েছে। আপনি চাইলে সেগুলোর সহায়তাও নিতে পারেন।

২. কুরআনের অনুবাদ/তাফসীর অধ্যয়ন করা

আরবি ভাষা শিখছেন বা শিখছেন না এমন সবার জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো, প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করার পাশাপাশি পঠিত-অংশ থেকে কিছু অনুবাদ পড়ে-ফেলা। তারপর সেই কথাগুলো নিয়ে কিছু সময় ভাবনা-চিন্তায় ব্যয় করা। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হয় যদি নামাজে-পঠিত সূরা ও আয়াতগুলোর অনুবাদ পড়ে ফেলেন। এটি আপনার নামাজে খুশুখুযূ সৃষ্টিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে। নামাজের প্রতি মনোযোগ ও একাগ্রতাকে আগের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি করবে।

কুরআনের অনুবাদ অনেক সময় পুরোপুরি মনে থাকে না। কারণ সব সময় কেবল অনুবাদ পড়ে পুরো বক্তব্যটা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হয় না। হাতে সময়-সুযোগ থাকলে অনুবাদের সাথে সামান্য তাফসীর অধ্যয়ন করাকে যুক্ত করে নিতে পারেন। এতে আপনার কুরআনের সাথে সম্পর্ক আরও মজবুত ও সুদৃঢ় হবে। পঠিত অর্থগুলো